দুই উপদেষ্টা ও এক শীর্ষ কারা কর্মকর্তা শেখ হাসিনাকে হত্যার ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিলেন : ডা. মোদাচ্ছের

স্টাফ রিপোর্টার : বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে বিশেষ কারাগারে থাকার সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিল বলে অভিযোগ করেছেন তার উপদেষ্টা ডা. সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী। তিনি সন্দেহ করেন, ওই সময় শেখ হাসিনার খাবারে বিষ মেশানো হত এবং তার শরীরে ভুল ওষুধ প্রয়োগ করা হত। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুই উপদেষ্টা এবং একজন শীর্ষ কারা কর্মকর্তা শেখ হাসিনাকে হত্যার ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিলেন বলেও অভিযোগ করেন ডা. সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী। গতকাল (শুক্রবার) রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জাতীয় জন্মনিবন্ধন দিবসের অনুষ্ঠানে তিনি সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রীর স্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেষ্টা ডা. মোদাচ্ছের আলী জানান, বিশেষ কারাগারে থাকাকালে শেখ হাসিনার চিকিৎসার জন্য আমি বেশ কয়েকবার তার রক্ত সংগ্রহ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমাকে তা করতে দেয়া হয়নি। শেখ হাসিনাকে স্কয়ার হাসপাতালে নেয়ার আগে কারা কর্মকর্তারা বলেছিলেন, শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত চিকিৎসকরাই তার চিকিৎসা করবেন। অথচ আমাদের হাসপাতালে ঢুকতে দেয়া হয়নি। ডা. মোদাচ্ছের জানান, কারাগারে যাওয়ার পর শেখ হাসিনার এক ধরনের অ্যালার্জি দেখা দিয়েছে। যার কারণে তার মাথার চুল পড়ে যাচ্ছে। এ ধরনের অ্যালার্জি শেখ হাসিনার আগে কখনো ছিল না। ডা. মোদাচ্ছের অভিযোগ করেন, খাবারে বিষ মেশানো ছাড়াও ভুল ওষুধ প্রয়োগের মাধ্যমে শেখ হাসিনাকে হত্যার চেষ্টা করা হয়। গুরুতর এ বিষয়টি নিয়ে সরকারের নীতিনির্ধারকরা উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নেবেন বলে মনে করেন সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী।

এর আগে গত ২৯ জুলাই সংসদ উপনেতা ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী সর্বপ্রথম বিশেষ কারাগারে শেখ হাসিনাকে খাবারে বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে হত্যার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তোলেন। তিনি বলেছিলেন, বিষ মেশানো খাবার খেয়ে শেখ হাসিনা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এবং তার চোখ-মুখ ফুলে গিয়েছিল। আওয়ামী লীগের আরো দু'জন সিনিয়র নেতা সাজেদা চৌধুরীর এই অভিযোগ সমর্থন করেন।

উল্লেখ্য, গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় দুর্নীতির অভিযোগে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনাকে গ্রেফতার করা হয়। সংসদ ভবন এলাকার একটি বাড়ীকে বিশেষ কারাগার ঘোষণা করে হাসিনাকে সেখানে রাখা হয়। ১১ মাস কারাভোগের পর ২০০৮ সালে ১১ জুন তিনি মুক্তি পান।

আওয়ামী লীগ নেতারা অভিযোগ করেন, জরুরী অবস্থার সময় রাজনীতি থেকে সরে যাওয়ার জন্য শেখ হাসিনার ওপর চাপ প্রয়োগ করা হত।